

রাষ্ট্রদ্রোহ আইন: ধারা 124A

রাষ্ট্রদ্রোহ আইন ভারতের সংবিধানে বিদ্যমান সবচেয়ে বিতর্কিত আইনগুলির মধ্যে একটি। ব্রিটিশ শাসনামলে ঔপনিবেশিক ভারতে প্রবর্তিত, এটি যে কোনও এবং সমস্ত ধরনের রাজনৈতিক ভিন্নমতের বিরুদ্ধে দমন-পীড়নের একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। রাষ্ট্রদ্রোহকে দেশের সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা, অসন্তুষ্টি উল্লেখ দেওয়ার কাজ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল যা আইনের যথাযথ পথ অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এটি 1837 সালে স্যার টমাস ম্যাকোলে প্রথম লিখেছিলেন, কিন্তু কোনভাবে, 1860 সালে ভারতে প্রবর্তিত ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রথম খসড়া থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। যাইহোক, এটি 1870 সালে স্যার জেমস স্টিফেন দ্বারা আইপিসিতে একটি সংশোধনীর মাধ্যমে আইপিসিতে আনা হয়েছিল অধিবাসীদের প্রতি ব্রিটিশদের শোষণ এবং অসদাচরণ থেকে উদ্ভূত ক্রমবর্ধমান ভিন্নমতকে দমন করার জন্য।

WBCS Exam এর নিরিখে, এই নিবন্ধটি আইনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি কভার করবে; তার ইতিহাস, তার সাম্প্রতিক উন্নয়ন, এবং অন্যান্য জিনিসের মধ্যে তার প্রাসঙ্গিকতা।

ভারতে রাষ্ট্রদ্রোহ আইন কী?

ভারতে রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে যা দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক শাসনের সাথে সম্পর্কিত। এই প্রাচীন আইনটি আমাদের সংবিধানেও সংশোধন করা হয়েছে।

আমাদের সংবিধানের 124A ধারায় 'দেশদ্রোহিতা' রয়েছে। রাষ্ট্রদ্রোহিতা বা রাষ্ট্রদ্রোহ বলতে এক ধরনের অপরাধকে বোঝায়, যেখানে অপরাধী প্রত্যক্ষ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে, যেমন অবৈধ উপায়ে নিজরাষ্ট্রের স্বীকৃত সরকারের পতন, বা সার্বভৌম রাষ্ট্রপ্রধানের দৈহিক ক্ষতিসাধন, অথবা শত্রুরাষ্ট্রকে নিজ দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহায়তা প্রদান জাতীয় কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে বা করার চেষ্টা করে এবং ফলশ্রুতিতে নিজরাষ্ট্রের প্রতি তার আনুগত্য ভঙ্গ করে।

সাম্প্রতিক উন্নয়ন- ধারা 124A

রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এমন অনেক জল্পনা-কল্পনার উদাহরণ রয়েছে যা ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে যা তার নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হিসাবে বাক স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের অধিকার প্রদান করে।

- জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে রাজ্যের 370 ধারা বিলোপ নিয়ে মন্তব্যের জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন খারিজ করে দিল ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। বেঞ্চ 2021 সালের 3রা ফেব্রুয়ারী বলেছিল যে দেশের সরকার এবং এর নীতিগুলির বিরুদ্ধে কথা বলাকে রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ হিসাবে চিহ্নিত করা উচিত নয়।
- 2021 সালের জুন মাসে, সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের সীমা নির্ধারণের উপর জোর দিয়েছিল, যখন দুটি তেলুগু নিউজ চ্যানেলকে অন্ধ্র প্রদেশ সরকারের প্রতিকূল পদক্ষেপ থেকে রক্ষা করেছিল।
- 2021 সালে, ভারতের প্রধান বিচারপতি (CJI) এই আইনটির প্রাসঙ্গিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন যা একসময় উপনিবেশবাদ, শোষণ এবং সম্পদ নিষ্কাশনের শৃঙ্খলে দেশকে

চিরকালের জন্য রাখার জন্য একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। তিনি আরও মন্তব্য করেছিলেন যে কীভাবে আইনটি সরকারের পক্ষে তৈরি করা হয়েছিল এবং এটি তার স্বভাবগতভাবে, সরকারগুলির দ্বারা অপব্যবহারের ঝুঁকিতে রয়েছে।

- CJI বেঞ্চ সম্প্রতি রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের মামলার বিচার স্থগিত রেখেছে এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে এটি পর্যালোচনা করতে বলেছে। আর তার প্রেক্ষিতেই সুপ্রিম কোর্টে নিজেদের মতামত পেশ করেছে কেন্দ্র। এটি একটি রাষ্ট্রদ্রোহ-পন্থী আইনের অবস্থান বজায় রেখেছিল এবং কেদার নাথ মামলার (1962) রায়ের পর থেকে এই আইনগুলির বৈধতা পর্যালোচনা করার কোনও প্রয়োজন ছিল না যা বলে যে এটি একটি 'ভাল আইন'।

রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের ইতিহাস

রাষ্ট্রদ্রোহ একটি দেশীয় ধারণা নয় বরং এটি একটি বিদেশী ধারণা যা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ভারতে প্রবর্তিত হয়েছিল। এর দীর্ঘ ইতিহাস সঠিকভাবে নীচে সংক্ষেপিত করা হয়েছে;

- সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে রাষ্ট্রদ্রোহ আইন প্রবর্তন করা হয়েছিল যেখানে সরকার বিশ্বাস করত যে সরকার এবং রাজা সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত মতামত পজেটিভ।
- আইনটির খসড়া তৈরি করেছিল ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ স্যার টমাস ম্যাকোলে, যিনি 1837 সালে ম্যাকোলের মিনিটের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।
- 1860 সালে যখন ভারতীয় দণ্ডবিধি কার্যকর করা হয়েছিল তখন এই আইনটি বাদ দেওয়া হয়েছিল, যার কারণ আজ অবর্ণনীয়।

- স্যার জেমস স্টিফেন কর্তৃক প্রবর্তিত আইপিসিতে একটি সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রদ্রোহ আইনটি 124A ধারা হিসাবে আনা হয়েছিল।
- এটি সক্রিয়ভাবে ভারতে রাষ্ট্রদ্রোহকে একটি ফৌজদারি অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করেছিল।

ভারতে রাষ্ট্রদ্রোহ আইন কী?

ভারতে এমন চারটি আইন রয়েছে যা রাষ্ট্রদ্রোহী ক্রিয়াকলাপগুলিকে কভার করে যা নীচের সারণিতে আলোচনা করা হয়েছে;

রাষ্ট্রদ্রোহ আইন	তারা যা বলে
ভারতীয় দণ্ডবিধি, 1860 (ধারা 124A)	ভারতীয় দণ্ডবিধির 124A ধারায় রাষ্ট্রদ্রোহের সংজ্ঞা এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার চর্চা করতে গিয়ে ধরা পড়লে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কী শাস্তি হতে পারে, তা উল্লেখ করা হয়েছে। এটি রাষ্ট্রদ্রোহকে একটি ফৌজদারি অপরাধ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে।

রাষ্ট্রদ্রোহী সভা আইন, 1911	ধারা 4 -এর বিধানের পরিপন্থী ঘোষিত এলাকায় অনুষ্ঠিত কোন প্রকাশ্য সভার প্রচার বা পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, যার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হতে পারে, জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
ফৌজদারী কার্যবিধি কোড, 1973 (ধারা 95)	ভারতের ফৌজদারি কার্যবিধির 95নং ধারা সরকারকে প্রকাশনা সংস্থা ঘোষণা করার ক্ষমতা দেয়, যা নির্দিষ্ট মানদণ্ড পূরণ করে, বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাজেয়াপ্ত হয় এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্য অনুসন্ধানের ওয়ারেন্ট জারি করার জন্য বিধান সরবরাহ করে।
বেআইনী ক্রিয়াকলাপ (প্রতিরোধ) আইন (ধারা 2 (0) (iii))	ধারা 2(1)(o) (iii) একটি "বেআইনী ক্রিয়াকলাপ" এর সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করে এবং এটি এমন কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার সাথে সম্পর্কিত একটি কাজ হিসাবে বর্ণনা করে যা ভারতের বিরুদ্ধে অসন্তোষ / অবিশ্বস্ততা সৃষ্টি করে বা সক্রিয়ভাবে সৃষ্টি করে।

ভারতে রাষ্ট্রদ্রোহ আইন এখন এবং শাস্তি

ভারতীয় দণ্ডবিধিতে 124A ধারায় রাষ্ট্রদ্রোহকে ফৌজদারি অপরাধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই অনুচ্ছেদের অধীনে, এই অপরাধের সাথে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার পাশাপাশি অপরাধটি বর্ণনা করা হয়।

- রাষ্ট্রদ্রোহ একটি জামিন অযোগ্য অপরাধ। 124A ধারায় সংজ্ঞায়িত এই শাস্তি তিন বছরের কারাদণ্ড থেকে শুরু করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। এ জন্য আরও জরিমানা করা হতে পারে।
- যারা রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপের অভিযোগে অভিযুক্ত তাদের জন্য সরকারী চাকরি কোনও বিকল্প নয় কারণ তারা এই জাতীয় সমস্ত সুযোগ থেকে নিষিদ্ধ।
- অভিযুক্তদের পাসপোর্ট ছাড়াই থাকতে হবে এবং যখনই তাদের প্রয়োজন হবে তখন তাদের অবশ্যই আদালতে তাদের উপস্থিতি চিহ্নিত করতে হবে।

ভারতে রাষ্ট্রদ্রোহ আইন সম্পর্কিত মামলা

রাষ্ট্রদ্রোহ আইন নিয়ে ভারতে একাধিক মামলা হয়েছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীচে আলোচনা করা হয়েছে:

ব্রিটিশ ভারতের অধীনে

- *রানী বনাম যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু*
 - 1891 সালের Age of Consent Act এর সমালোচনা করে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু।
 - তাঁর এই পদক্ষেপ সরকারের প্রতি অবাধ্যতার কাজ হিসাবে নেওয়া হয়েছিল।
যাইহোক, অভিযোগগুলি শীঘ্রই বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং বোসকে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।
- *লোকমান্য তিলকের রাষ্ট্রদ্রোহ বিচার (1897 এবং 1908)*

- 1897 সালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রিয় ব্যক্তিত্ব বাল গঙ্গাধর তিলকের বিচার, তার দৈনিক কেশরী ও মহরত্-এ 'শিবাজির উচ্চারণ' রিপোর্ট করেছিল।
- শিবাজির উচ্চারণ ছিল শিবাজি রাজ্যাভিষেকের একটি উদযাপন।
- এই নিবন্ধটি তাকে 124A ধারার অধীনে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল। এই কেসটি বিশেষভাবে বিখ্যাত ছিল কারণ এটি এই নিবন্ধের পরিধিকে প্রশস্ত করেছিল।
- এসব অভিযোগের পর তিলককে 18 মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়।
- 1908 সালের মামলাটি তিলকের কেশরীতে প্রকাশিত 'এই প্রতিকারগুলি স্থায়ী নয়' এবং 'দেশের দুর্ভাগ্য' নামে প্রকাশিত দুটি নিবন্ধ নিয়ে ছিল।
- 124A অনুচ্ছেদের নতুন খসড়ায় তাকে বার্মায় (বর্তমানে মায়ানমারে) ছয় বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
- মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্রদ্রোহের বিচার (1922)
 - মহাত্মা গান্ধী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নাম।
 - 1922 সালে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁর 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকা তাঁকে জেলে ঢুকিয়েছিল।
 - তার বিরুদ্ধে আইন দ্বারা ব্রিটিশ ভারতে প্রতিষ্ঠিত ক্রাউনের সরকারের প্রতি অসন্তোষ ছড়ানোর অভিযোগ আনা হয়েছিল।
 - গান্ধী 124A অনুচ্ছেদকে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে উপস্থিত রাজনৈতিক ধারাগুলির 'রাজপুত্র' হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন যা নাগরিকের স্বাধীনতাকে পুরোপুরি দমন করবে।

স্বাধীন ভারত

- *ব্রিজ ভূষণ এবং আরেকজন vs দিল্লী রাজ্য (1950) এবং রমেশ থাপার v. মাদ্রাজ রাজ্য (1950)*
 - সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছে যে কোনও আইন যা মত প্রকাশ এবং বাকের অধিকারকে খর্ব করে তা অসাংবিধানিক।
 - এটি 'প্রথম সংবিধান সংশোধন' কে প্ররোচিত করে যা অনুচ্ছেদ 19(2) পুনরায় লিখেছে। এই সংশোধনীটি "রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে হ্রাস করা" এর পরিবর্তে "জনশৃঙ্খলার স্বার্থে" রায়টি ফিট করার জন্য প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল।
- *কেদার নাথ সিং বনাম বিহার রাজ্য (1962)*
 - এই মামলায় 124A ধারা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। এর বৈধতা এবং প্রাসঙ্গিকতা বিচারের মুখোমুখি হয়েছিল।
 - ফরওয়ার্ড ব্লকের এক সদস্যের 'দেশদ্রোহী' ভাষণ ঘিরে মামলা।
- *বলবন্ত সিং বনাম। পাঞ্জাব রাজ্য (1962)*
 - বলবন্ত সিং পাঞ্জাব ও চন্ডীগড়ের পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের পরিচালক ছিলেন এবং ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার দিন তাকে খালিস্তানিপন্থী শ্লোগান দিতে দেখা গিয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।

ধারা 124A কি?

ভারতীয় দণ্ডবিধির 124A ধারায় রাষ্ট্রদ্রোহ শব্দটি এবং এই অভিযোগে গ্রেপ্তার হলে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে কী শাস্তি হতে পারে তা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। নিবন্ধটি অপরাধের একটি কাজকে সংজ্ঞায়িত করে যা দেশে আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সরকারের প্রতি রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধ হিসাবে অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করে জনসাধারণের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

রাষ্ট্রদ্রোহের শাস্তি কী?

রাষ্ট্রদ্রোহ একটি জামিন অযোগ্য অপরাধ যা কোনও ব্যক্তিকে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দিতে পারে যা জরিমানার পাশাপাশি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি সরকারী পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন না এবং তাদের পাসপোর্ট আদালতের কাছে রয়েছে। যখনই আদালতের প্রয়োজন হবে তখন তারা আদালতে তাদের উপস্থিতি চিহ্নিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভারতে রাষ্ট্রদ্রোহ আইন কী?

ভারতে 4টি আইন রয়েছে যা রাষ্ট্রদ্রোহকে কভার করে, যথা-

- ভারতীয় দণ্ডবিধি, 1860 (ধারা 124A)
- রাষ্ট্রদ্রোহী সভা আইন, 1911
- ফৌজদারী কার্যবিধি কোড, 1973 (ধারা 95)
- বেআইনী ক্রিয়াকলাপ (প্রতিরোধ) আইন (ধারা 2 (0) (iii))

ভারতে রাষ্ট্রদ্রোহ আইন প্রবর্তন করেন কে?

1837 সালে স্যার টমাস ম্যাকলে রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের খসড়া তৈরি করেছিলেন, কিন্তু 1860 সালে অবর্ণনীয় কারণে ভারতীয় দণ্ডবিধি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। যাইহোক, স্যার জেমস স্টিফেন 1870 সালে আইপিসি সংশোধন করে ভারতেও রাষ্ট্রদ্রোহ আইন নিয়ে আসেন।

ভারতে প্রথম কারা রাষ্ট্রদ্রোহ আইন ব্যবহার করেন?

ভারতে রাষ্ট্রদ্রোহিতার প্রথম উদাহরণটি 1891 সালে শুরু হয় যখন যোগেন্দ্র চন্দ্র বোস সম্মতির বয়স আইনের সমালোচনা করে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন।